গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি অনুবিভাগ
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩২.০০৪.১৭-৪৪

তারিখ: ১৬ আশ্বিন ১৪২৬ / ০১ অক্টোবর ২০১৯

বিষয় : উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদনটি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০৫ ফর্দ।

০১/১০/২০১৯

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন : ৯৫৭৬৩৪৩
E-mail : fire1@ssd.gov.bd

সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃ:আ: সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা)

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে অনুসৃত উত্তম চর্চার বিবরণী:

০১। ভালো কাজের স্বীকৃতি :

ভালো কাজে প্রনোদনা প্রদানের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

০২। ডেঙ্গু প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা তৈরিকরণ :

ডেঙ্গু প্রতিরোধের করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে গত ২৮/৭/২০১৯ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে ওয়াশরুম নিয়মিত ফ্লাশ করা, ওয়াশরুমের বালতি, মগ ইত্যাদি সঠিকভাবে রাখা, পানি জমতে না দেওয়া, ময়লার বালতি নিয়মিত পরিস্কার করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

০৩। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর:

৩.১। পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদযাপন :

পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে নিয়মিত 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে ২ ফেব্রুয়ারি হতে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি কখন, কিভাবে জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কথিত দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাচ্ছে।

৩.২। প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ :

কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ০২ থেকে ০৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৩ শত ৬৯টি এমআরপি এ ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৩। অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ :

পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে জনগণের হয়রানি ও ফি সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধ করা সহজ হয়েছে। গত অর্থবছরে অনলাইনে জমাকৃত পাসপোর্ট ফি'র পরিমাণ হচ্ছে ৬০২ কোটি ৩১ লক্ষ ২০ হাজার ২শত ৮৭ টাকা।

৩.৪। মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :

বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারেন।

৩.৫। অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ :

পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়। গত অর্থবছরে অনলাইনে মোট ৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯ শত ৯১ টি আবেদন জমা পড়ে।

৩.৬। গণশুনানি আয়োজন :

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬৭টি অফিসে ১৩২০ টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৭। হেল্প ডেস্ক স্থাপন :

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩.৮। মোবাইল এসএমএস সার্ভিস :

পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।

৩.৯। ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান :

এমআরপি ও এমআরভি সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.১০। ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :

প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

৩.১১। বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে পৃথক পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (এপিসি) স্থাপন:

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মচারী ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে ০২টি পৃথক পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ০২টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে মোট ১৯,০৩৫ জনকে গত অর্থবছরে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১২। মোবাইল টিমের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থী গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ :

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোবাইল টিমের মাধ্যমে ১৬৬ জন সেবা প্রার্থীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় অফিসে মোবাইল টিমের ব্যবস্থা করা হবে।

৩.১৩। ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ :

ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙখল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৩.১৪। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন :

প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবা প্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে।

৩.১৫। ওয়েটিং রুম স্থাপন :

সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১৬। সাপোর্ট সেল স্থাপন :

প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কনট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩.১৭। আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা :

আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.১৮। হজ্বযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদান :

২০১৯ সালে পবিত্র হজ্বে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্র হতে জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রিন্ট করে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থায় দুই মাসে প্রায় ১০,০০০ জন হজযাত্রীকে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার হতে পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে।

৩.১৯। পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন :

মাঠ পর্যায়ের ৩৪টি অফিসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

০৪। কারা অধিদপ্তর:

৪.১। প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮-০৩-২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে । প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে তা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

৪.২। কারা বন্দিদের সাথে অনলাইনে সাক্ষাৎ :

কারা বন্দিদের সাথে ই-সেবার সাথে মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই কার্যক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এই সেবা চালু করা হবে ।

৪.৩। কারাবন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান :

কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদেরকে সাজাভোগ শেষে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থানমূলক ৩৮টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে দেশের ২৩ টি কারাগারে ৬৮৬৮ জন কারাবন্দিকে ৫০% লভ্যাংশ হিসেবে ২৮,৬৫,৬৮২/- টাকা প্রদান করা হয়েছে ।

৪.৪। বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন :

প্রায় ২৫০ বছর যাবৎ কারাগারে সকালের নাস্তায় বন্দিদেরকে রুটি এবং ১৪.৫৮ গ্রাম গুড় দেয়া হতো । উক্ত মেন্যু পরিবর্তন করে ১৮-০৬-২০১৯ তারিখ হতে কারাগারসমূহে বন্দিদেরকে রুটি ও গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহের ০৪ দিন রুটির সাথে সবজি, ০২ দিন খিচুড়ি ও ০১ দিন রুটি এবং হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে ।

৪.৫। কারা বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি :

কারা বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য UNODC এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এবং গাজীপুর জেলা কারাগারে এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে । পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে কারা বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা হবে ।

৪.৬। কারাগারে ডাবল ফেইস বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ স্থাপন :

কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ২৩টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে । অবশিষ্ট ৪৫ টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

৪.৭। ডে-কেয়ার সেন্টার চালু :

মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৪.৮। ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি :

কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো। এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা হতে নুন্যতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৫। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

৫.১ কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদক সেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কূফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কাযক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন কারাগারে মোট ১৯৪ টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

৫.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী কার্যক্রম :

বর্তমান প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে ৩০৩৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া, ব্যবহার্য স্কেলে মাদকের কুফল বর্ণনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ২৬৫০০টি এ জাতীয় স্কেল সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৩ ডোপ টেস্ট :

ডোপটেষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে ডোপটেস্ট চালুর নিমিত্ত ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়নের কাযক্রম চলমান রয়েছে।

৫.৪ শ্রেষ্ঠ কর্মী নির্বাচন :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কমরত কমকর্তা/কমচারীদের দাপ্তরিক কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ শ্রেষ্ঠকর্মী মুল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.৫ অস্থায়ী চেকপোস্ট :

দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১৭৮টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

০৬। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

৬.১। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও শিবিরে দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান :

কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের ৮৫৯ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর নিজ এ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং বালুখালিতে মোট ০২টি স্যাটেলাইট স্টেশন অস্থায়ীভাবে চালু করে সংশ্লিষ্ট শিবিরসমূহে সংঘটিত ৪৫টি অগ্নিকান্ড, ২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ১০টি দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ১,৫০০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। শরণার্থীদের প্রতি ফায়ার সার্ভিস এর এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে একটি অনুসরণযোগ্য সাড়া হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

৬.২। পশু পাখি উদ্ধার :

কেবল অগ্নিকান্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলেই নয়, ছোট্ট থেকে ছোট্ট ঘটনায়ও ছুঁটে গিয়ে প্রাণ বাজি রাখছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোমী কর্মীরা। মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি যেখানে জীবন বিপন্ন বা সংকটাপন্ন সেখানেই ছুটে যাচ্ছে এ বাহিনীর কর্মীগণ। রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি উদ্ধার, বগুড়ার ধূনটে পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া ছাগল উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ হতে আহত বাজ পাখি উদ্ধার, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু উদ্ধার, বহুতল ভবনের কার্নিশ হতে পোষা বিড়াল উদ্ধার প্রভৃতি নজর কেড়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর।

৬.৩। বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ :

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল ও হাওড় এলাকায় বন্যা হয়। বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলবীবাজার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে বাঁধ সংরক্ষণ ও মেরামতে কাজে এ বাহিনীর কর্মীবৃন্দ স্থানীয়দের সাহায্য করে।

৬.৪। ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা :

ধূমপানে বিষপান। ধূমপানের ফলে ধূমপায়ী একদিকে যেমন নিজেকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে থাকে অন্যদিকে অসতর্ক ধূমপায়ীর জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ হতে সৃষ্ট আগুনে প্রতিবছর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মূল কার্যাবলির একটি হওয়ায় মনস্তাত্বিকভাবে ধূমপান পরিহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করার আবশ্যকতায় অধিদপ্তরসহ আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্টেশনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরসহ আওতাধীন দপ্তর/স্টেশনের দর্শনীয় স্থানে “ধূমপানকে না বলুন” স্টিকার লাগানোর মাধ্যমে একে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

৬.৫। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে বিশেষ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা :

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে সড়ক ও নৌ পথে যাতায়াতকারীদের প্রতিবছরই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। এসব দুর্ঘটনায় মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে লক্ষ্যে যেন দুর্ঘটনায় আহত নিহত না হয় তার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।